ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর এইবার ফিরিতেছেন। বাবুরামকে বলিলেন, আরে আয়! মাস্টারও সঙ্গে আসিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া ঠাকুর বসিয়াছেন। ভাবস্থ, -- অর্ধবাহ্য। কাছে বাবুরাম ও মাস্টার।

আলকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে। রাখাল আজকাল থাকেন না। কেহ কেহ আছেন, কিন্তু তাঁহারা ঠাকুরের সকল অবস্থাতে ছুঁতে পারেন না। ঠাকুর সঙ্কেত করে বাবুরামকে বলিতেছেন -- "হ -- ছু -- না, রা - ছু" এ-অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না, তুই থাক তাহলে ভাল হয়।"

[*ঈশ্বরলাভ ও কর্মত্যাগ -- নূতন হাঁড়ি -- গৃহীভক্ত ও নষ্টা স্ত্রী*]

পণ্ডিত ঠাকুবাড়ি দর্শন করিয়া ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে বলিতেছেন, তুমি একটু জল খাও। পণ্ডিত বললেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন, -- ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন --

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।।
পূজা হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়।।

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া আবার বলিতেছেন, কতদিন সন্ধ্যা? যতদিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।

পণ্ডিত -- তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আমি তোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হলে ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই, -- এরকম করে ভাঙলে গাছ খারাপ হয়।

সুরেন্দ্র বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার গাড়িতে লইয়া যাইবেন।

সুরেন্দ্র -- মহেন্দ্রবাবু যাবেন?

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। তিনি সেই অবস্থাতেই সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশি নিয়ো না। সুরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাস্টার ও বাবুরাম কলিকাতায় যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর

এখনও ভাবস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) -- কথা বেরুচ্ছে না, একটু থাকো।

মাস্টার বসিলেন -- ঠাকুর কি আজ্ঞা করিবেন -- অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর বাবুরামকে সঙ্কেত করিয়া বসিতে বলিলেন। বাবুরাম বলিলেন, আর একটু বসুন। ঠাকুর বলিতেছেন, একটু বাতাস কর। বাবুরাম বাতাস করিতেছেন, মাস্টারও করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে সস্নেহে) -- এখন আর তত এস না কেন?

মাস্টার -- আজ্ঞা, বিশেষ কিছু কারণ নাই, বাড়ীতে কাজ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- বাবুরাম কি ঘর, কাল টের পেয়েছি। তাই তো এখন ওকে রাখবার জন্য অত বলছি। পাখি সময় বুঝে ডিম ফুটোয়। কি জানো এরা শুদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে নাই। কি বল?

মাস্টার -- আজ্ঞা, হাঁ। এখনও কোন দাগ লাগে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- নূতন হাঁড়ি, দুধ রাখলে খারাপ হবে না।

মাস্টার -- আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েছে। অবস্থা আছে কিনা, তাতে ওইসব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে থাকব, না হলে হাঙ্গামা হবে -- বাড়িতে গোল করবে। আমি বলছি শনিবার, রবিবার আসবে।

এদিকে পণ্ডিত সন্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই।[১] পণ্ডিত এইবার জল খাইবেন।

ভূধরের বড়ভাই বলিতেছেন, "আমাদের কি হবে; -- একটু বলে দিন আমাদের উপায় কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তোমরা মুমুক্ষু, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মতো থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাতদিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

পণ্ডিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে বসে খাও।

খাবার পর পণ্ডিতকে বলিতেছেন -- "তুমি তো গীতা পড়েছ, -- যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।"

---

[১] ভূধরের বড়দাদা শেষজীবন একাকী অতি পবিত্রভাবে ৺কাশীধামে কাটাইয়াছিলেন। ঠাকুরকে সর্বদা চিন্তা করিতেন।

পণ্ডিত -- যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা --

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।

পণ্ডিত -- আজ্ঞা, যে ব্রত নিয়েছি অধ্যবসায়ের সহিত করব কি?

ঠাকুর যেন উপরোধে পড়ে বলছেন, "হাঁ হবে।" তারপরেই অন্য কথার দ্বারা ও-কথা যেন চাপা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললেন, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, তবে একজন লোক একশ জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন -- যদি শক্তি না থাকত? আমি বললাম, তুমি মানো কি না? তখন বলে, 'হাঁ মানি।'

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গের বন্ধুরাও প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "আবার আসবেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে -- হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে -- অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গুঁতোয়।" (সকলের হাস্য)

পণ্ডিত চলিয়া গেলে ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন -- ডাইলিউট হয়ে গেছে একদিনেই! -- দেখলে কেমন বিনয়ী -- আর সব কথা লয়!

আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথি। পশ্চিমের বারান্দায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে। ঠাকুর সেখানে এখনও বসিয়া আছেন। মাস্টার প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, "যাবে?"

মাস্টার -- আজ্ঞা, তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- একদিন মনে করেছি, সব্বায়ের বাড়ি এক-একবার করে যাব, -- তোমার ওখানে একবার যাব, -- কেমন?

মাস্টার -- আজ্ঞা, বেশ তো।